দৈনিক ... কিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

SEP. 22 2002

পরীক্ষায় ফেল করে কেন

ইউসুফ শরীফ

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে গোটা জাতি হতভম্ব। মোট পরীক্ষার্থীর চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই ফেল করতে পারে, এমন আশংকা কারো মনে জাগাটাও অস্বাভাবিক। প্রায় অবিশ্বাস্য এ ঘটনাই ঘটে গেল। গতবারও প্রায় একই রকম ফলাফল হয়েছিল। তখনও দেশবাসী হতভম্বই হয়েছিল। তবে, স্বাভাবিকভাবেই মানুষ আশা করেছিল, গতবারের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি এবার ঘটবে না। যে কোন দুর্ঘটনা একবার ঘটে গেলে সাথে সাথে মানুষ সতর্ক হয়, ঐ রকম দুর্ঘটনা আবার ঘটতে না পারে। এটাই হুঁশ-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেশ একবার দুর্নীতিতে বিশ্বে শীর্ষস্থান দখলের পর আবারও পরের বছর ঐ শীর্ষস্থানই দখল করে, সে দেশের মানুষের জন্য এটা বোধহয় স্বাভাবিক নয়। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রেও তাই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল।

১০০ জনের মধ্যে প্রায় ৭৩ জনই যে পরীক্ষায় ফেল করে, সে পরীক্ষা নিয়ে জরুরী ভিত্তিতে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা অপরিহার্য। গত শুক্রবার পর্যন্ত খবরাখবরে যা জানা গেছে, তাতে একটি প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে এবং তা শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে। ফল প্রকাশের একদিনের মধ্যে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ এই লাখ লাখ পরীক্ষার্থী ফেল করার ঘটনাকে 'জাতীয় অপচয়' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কোন সন্দেহ নেই, এটা জাতির জন্য বড় ধরনের এক অপচয়। ফেল করা এই লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর পেছনে যেমন অভিভাবকদের, তেমনি রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে। আরেকবার পরীক্ষা দিয়ে পাস করার জন্য আরো একটা বছর এই অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের পড়াশোনা করতে হবে। অভিভাবক এবং সরকারেরও আরো অর্থ ব্যয় হবে তাদের পেছনে।

কোন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করুক, এটা কাম্য হতে পারে না কারো। স্কুল-কলেজে লেখাপড়াটা ফেল করার জন্য নয়। কেননা, লেখাপড়ার উদ্দেশ্যটা ছাত্র-ছাত্রীদের ফেল করানো নয়। বলা বাহুল্য, পরীক্ষার লক্ষ্যও পরীক্ষার্থীদের ফেল করানো নয়। পরীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মেধা অনুযায়ী বিন্যস্তকরণ। কারণ, পরীক্ষার্থীরা সবাই একই মাপের বা একই পর্যায়ের মেধাসম্পন্ন নয়। ...র মেধার তারতম্যের বিন্যাসটাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। কাজেই, কোন পরীক্ষার্থীরই ফেল করার কথা নয়, অর্থাৎ ফেল করাটা স্বাভাবিক নয়, স্বাভাবিক হল পরীক্ষায় পাস করা। কিন্তু, তারপরও পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ফেল করে এবং প্রায় অবিশ্বাস্যসংখ্যক পরীক্ষার্থীও ফেল করে এবং গোটা জাতিকে হতভম্ব করে তোলে। আর এটা জাতি হিসেবে আমাদের পশ্চাৎপদতারই নমুনা। দুর্নীতিতে উপর্যুপরি বিশ্বে সেরা দেশ হওয়ার মধ্য দিয়ে যেমন আমরা ন্যায়নীতিহীনতার প্রমাণ রাখছি, তেমনি পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে হতভম্ব করা ফলাফলের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করছি, আমরা অনেক পিছিয়ে আছি।

কারা এজন্য দায়ী? যেদিন ফলাফলের খবর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেদিন একথাও বলা হয়েছে যে, এবার নকল প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে পরীক্ষার ফলাফলে এই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। না, কথাটা এভাবে বলার কোন অবকাশ নেই। কেননা, পরীক্ষায় নকল হওয়ার কোন কারণ নেই। নকল বা ন্যূনতম কোন অসদুপায় অবলম্বন করা হলে তা কঠোরভাবে প্রতিরোধ করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের। এবার তাই করা হয়েছে মাত্র। কাজেই নকল প্রতিরোধের জন্য ফলাফল খারাপ হয়েছে– একথা বলাটা যৌক্তিক নয়, শোভন নয়। ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করে বেশীসংখ্যায় পাস করুক, এটা কোন যুক্তিতেই কাম্য হতে পারে না।

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ উল্লেখিত সেমিনারে পরীক্ষা পদ্ধতির যুগোপযোগী সংস্কারসহ জাতীয় পরীক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে টাস্কফোর্স গঠনের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানিয়েছেন। পরীক্ষা পদ্ধতির যুগোপযোগী সংস্কার দরকার এবং এতে দ্বিমত প্রকাশের কোন কারণ নেই। তবে এখানেই পরীক্ষায় অবিশ্বাস্য হারে ছাত্র-ছাত্রীর ফেল করার কারণ নিহিত নয়। কেননা, দেশে বর্তমানে যে পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে তা দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ। দীর্ঘকাল ধরে এই শিক্ষা ব্যবস্থা ও এই পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। কাজেই গতবারের ফল বিপর্যয় বা এবারের ফল বিপর্যয়ের কারণ পরীক্ষা পদ্ধতিতে নয়, তার আগের পর্যায়ে অর্থাৎ শিক্ষাঙ্গনে অনুসন্ধান করতে হবে। সে আলোচনায় প্রবেশের আগে পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে একথা বলে নিতে হয় যে, পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার বা পরিবর্তনের সাথে সাথে স্কুল-কলেজে শিক্ষাদান পদ্ধতি বা ব্যবস্থার সংস্কার বা পরিবর্তন আবশ্যক। কেননা, পড়াশোনাটা আগে, পরীক্ষা পরে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে পড়াশোনা অর্থাৎ শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গতি অপরিহার্য। এ দেশে এ দুটোই সেই ঔপনিবেশিক আমলের মতোই প্রায় রয়েছে। ছিটেফোঁটা পরিবর্তন বা সংস্কার যেটুকু বিভিন্ন সময়ে হয়েছে তা কোন মৌলিক পরিবর্তন বা সংস্কার নয় এবং যুগোপযোগীও নয়।

প্রকৃত কারণটি নিহিত রয়েছে স্কুল-কলেজে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও পাঠগ্রহণের মধ্যে। পাঠদান যেমন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ও যথাযথ নয়; তেমনি পাঠগ্রহণও সর্বত্র সমভাবে হয় না। স্কুল-কলেজ মাত্রই ফুলটাইম স্কুল-কলেজ হওয়া দরকার যেমন আছে উন্নত বিশ্বেএবং এটাকেই বলতে হয় যুগোপযোগী। এ দেশে এটা এখনও অকল্পনীয় শুধু নয়; বরং হচ্ছে উল্টোটাই এ দেশে শ্রেণীকক্ষে সত্যিকার পড়াশোনা বলতে কি হয় না। হাতেগোনা যে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয়, সেটা নিতান্ত ব্যতিক্রম। এমন শিক্ষক কমই আছে, যারা ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদানের চেয়ে প্রাইভেট টিউশনি বা ব্যাচ পড়ানোয় উৎসাহী নন। একশ্রেণীর শিক্ষক ক্লাসে পড়ানোটাকে দায়িত্ব বলেই মনে করেনা। ফলে প্রাইভেট টিউশনি এক সময় ব্যাচ পড়ানো এবং বর্তমানে কোচিং সেন্টার রীতিমতো বিকল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। এখন এই প্রশ্ন খুবই স্পষ্ট যে, স্কুল-কলেজগুলোর আদৌ প্রয়োজনীয় আছে কিনা? প্রচলিত স্কুল-কলেজ বন্ধ ... যাচ্ছে ... দরকার ... অযৌক্তিক নয়, ... সে জায়গায় এই সি... বুক পাঠ্য করায়ইবা আর বাধা কোথায়? ... ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়-দায়িত্ব যাদের, তাদে... এসব প্রশ্নের মুখোমুখি অচিরেই হতে হবে এইচএস... উপর্যুপরি ফলাফল বিপর্যয়ের পর তা আরো স্পষ্ট হ... উঠেছে।

যেসব ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করছে, তার... সবাই সব পাবলিক পরীক্ষায় পাস করবে, এটা... সকলের প্রত্যাশা। কোন বাবা-মা তাদের সন্তানকে... স্কুল-কলেজে ফেল করার জন্য পাঠান না। তাহলে... সমস্যা কোথায়, কেন তাদের অধিকাংশই ফেল করছে? এর দায় যেমন শিক্ষকদের রয়েছে, তেমনি ছাত্রদেরও রয়েছে। আরো একটি অদৃশ্য হাত এক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে। আর তাহল– শিক্ষাঙ্গনে অনুপ্রবিষ্ট অস্ত্রবাজি-সন্ত্রাস, যা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটায়। আর এসবের পেছনে রয়েছে নোংরা রাজনৈতিক স্বার্থ। এই বিষয় যদি ঠিক করা যায়, তাহলে ক্রমান্বয়ে পরীক্ষায় ফেলের হার হ্রাস পেতে পেতে এমন এক সময় অচিরেই আসবে, আর কোন পরীক্ষার্থীই ফেল করবে না।

আর এ জন্য– বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করতে হবে। তাদেরকে পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। স্কুল-কলেজ অর্থাৎ শিক্ষাঙ্গনের বাইরে কোথাও কোনভাবে কোন শিক্ষাদান কার্যক্রম যাতে চালাতে না পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই সাথে শিক্ষাঙ্গনে ক্লাস চলাকালীনই পাঠ শিক্ষা পর্বটি সম্পন্ন করার নিয়ম চালু করতে হবে। ফুলটাইম স্কুল-কলেজ হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সময়ের সদ্ব্যবহারও পুরোপুরি সম্ভব হবে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে ওঠার যে সুযোগ এখন রয়েছে, তা আর থাকবে না। সবচেয়ে বড় কথা ফাঁকি দিয়ে বিদ্যা শিক্ষাদান কিংবা শিক্ষাগ্রহণ– কোনটাই যে সম্ভব নয়, এই বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করে তার নিরিখে পদক্ষেপ গ্রহণ জাতীয় স্বার্থেই অপরিহার্য।